গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজিস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web:www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২৩৯

তারিখঃ ১৫/০৮/২০১৭খ্রিঃ
সময়ঃ রাত ১১.০০০টা

সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

১৫/০৮/২০১৭ইং তারিখ সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়া পূর্বাভাসঃ

রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া,খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপরদিয়ে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি. মি.বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর(পুনঃ) ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগেরঅনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হাল্কা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশেরকোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

ভারী বর্ষনের সতর্কতাঃ
সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আজ (১৫-০৮-২০১৭ খ্রিঃ) দুপুর ১২টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪ - ৮৮ মি:মি:) থেকে অতি ভারী (৮৯ মি:মি: বা অধিক) বর্ষণ হতে পারে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের পাহাড়ী এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ্বসের সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরুপ:

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩২.৭	৩১.২	৩২.৫	৩৩.০	৩৩.৩	৩২.৮	৩৩.৬	৩২.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৬.২	২৫.৪	২৪.৪	২৫.৪	২৫.৬	২৬.৩	২৬.০	২৭.০

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর ৩৩.৬ °সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাংগামাটি ২৪.৪° সে.।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০টা পর্যন্ত)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০১ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৬ টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০১ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	৩২টি	বিপদসীমার উপরে	৩০ টি

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সমতল আগামী ২৪ ঘণ্টায় স্থিতিশীল হয়ে যেতে পারে, অপরদিকে যমুনা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ২৪ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ৭২ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে।
- সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস আগামী ৪৮ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে।

বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন):

নদীর নাম	পানি সমতল স্টেশন	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি (+)/হ্রাস(-)(সে.মি.)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
ধরলা	কুড়িগ্রাম	-৩৫	+৯৬
যমুনেশ্বরী	বদরগঞ্জ	+১৬	+১৪২
ঘাঘট	গাইবান্ধা	+১৫	+৮৩
করতোয়া	চকরহিমপুর	+১২০	+১৭
ব্রহ্মপুত্র	নুনখাওয়া	+৭	+১৪
ব্রহ্মপুত্র	চিলামারী	+১৪	+৮৭
যমুনা	বাহাদুরাবাদ	+১৫	+১৩৩
যমুনা	সারিয়াকান্দি	+২৭	+১১৭
যমুনা	কাজিপুর	+৩৫	+১৩৫
যমুনা	সিরাজগঞ্জ	+৩২	+১২৮
যমুনা	আরিচা	+৩৭	+৩৬
গুর	সিংড়া	+২২	+৩০

আত্রাই	বাঘাবাড়ি	+৩৮	+৫০
ধলেশ্বরী	এলাসিন	+৩২	+৬৯
লক্ষ্যা	লাখপুর	+১৭	+১৭
পুনর্ভবা	দিনাজপুর	-২৩	+৫৫
ইছ-যমুনা	ফুলবাড়ি	+১২	+১৬
ছোট যমুনা	নওগাঁ	+৯	+৫৮
আত্রাই	মহাদেবপুর	+১৬	+৫৩
পদ্মা	গোয়ালন্দ	+৪০	+৫৬
কপোতাক্ষ	ঝিকরগাছা	+৪	+১
সুরমা	কানাইঘাট	-২	+৯৫
সুরমা	সিলেট	+৬	+৪৪
সুরমা	সুনামগঞ্জ	-২২	+৬৯
কুশিয়ারা	অমলশীদ	-৯	+৭৩
কুশিয়ারা	শেওলা	০	+৭০
কুশিয়ারা	শেরপুর-সিলেট	-৬	+৩
পুরাতন সুরমা	দিরাই	+১০	+৮
কংস	জারিয়াজঞ্জাইল	-১৯	+১৬২
তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	+১৩	+৩

গত২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত):

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মিমি)	ষ্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টিপাত (মিমি)
চাঁদপুর	২৫৫.২	শেওলা	৯৮.০
কুমিল্লা	১৬০.০	হবিগঞ্জ	৭৮.০
সিলেট	৫৫.০	কানাইঘাট	৪৮.০

অগ্নিকান্ডঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার জানান, আজ উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ড নেই।

বন্যা ও ত্রাণ তৎপরতা সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

১) **দিনাজপুরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, জেলার ১৩ টি উপজেলা, ৮ টি পৌরসভা এবং ৭৮টি ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। জেলায় সাপের কামড়ে ১ জন, মাটির দেয়াল ধসে ৩ জন এবং পানিতে ডুবে ১৭ জনসহ মোট ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। জেলায় মোট ৩৮৪টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রিত লোকসংখ্যা মোট ১,৭৩,৭৯৬ জন।

২) **নীলফামারীঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পানির তোড়ে জেলার ৬ টি উপজেলা ও ৫১টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় নীলফামারী জেলায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে নদীর পানি হ্রাস পেয়ে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্লাবিত এলাকার পানি নেমে যাচ্ছে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ায় বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রের আশ্রয় গ্রহনকারী পরিবার নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে শুরু করেছে।

৩) **লালমনিরহাটঃ** জেলা প্রশাসক ইমেইল বার্তার মাধ্যমে জানান যে, জেলার ২টি পৌরসভা এবং ৫ টি উপজেলার ৩৫টি ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় ১০২৭৫০ টি পরিবারের ৪১১০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে এবং ধরলা নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ১০৮টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। বন্যার পানি ক্রমস কমে যাওয়ায় বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ৯৭টি এবং আশ্রিত লোকের সংখ্যা ৮৯৫৬ জন। বন্যায় তিন পরিবারের ৫জন লোক মৃত্যুবরণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুই পরিবারকে ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। অপর পরিবারকে টাকা প্রদান প্রক্রিয়া চলমান আছে। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

৪) **ঠাকুরগাঁওঃ** সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৫টা উপজেলার (ঠাকুরগাঁও সদর, রানীশংকৈল, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ ও হরিপুর) নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হয়েছে। সদর উপজেলায় ১৪ বছরের একটি ছেলে নিখোজ আছে। বন্যার পানি কমছে। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

৫) **কুড়িগ্রামঃ** জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম জানান যে, তার জেলার ৯টি উপজেলার ৬২টি ইউনিয়নের ৮২০টি গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। এর মধ্যে রাজারহাট, সদর, ভূরুংগামারি, ফুলবাড়ি ও নাগেশ্বরী উপজেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজারহাট উপজেলার কালুয়া পয়েন্টে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং একই বাঁধের সদর উপজেলার আরেক অংশের বাঁধ ভেংগে যাওয়ায় প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে। বন্যার পানিতে ৯জন লোক মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের মধ্যে ৮জন পানিতে ডুবে ও ০১জন বিদ্যুৎস্পৃস্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ০১টি শিশু নিখোঁজ রয়েছে। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ধরলা ও তিস্তা নদীর পানি কমতেছে এবং দুধ কুমার ও ব্রম্মপুত্র নদীর পানি বাড়তেছে।

৬) **পঞ্চগড়ঃ** জেলা প্রশাসক পঞ্চগড় জানান যে, তার জেলার ৪ টি উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। ১৫৮টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২৯,০০০ লোক আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। ৫০ মেট্রিক টন জি আর চাউল, ৫,০০,০০০ জিআর ক্যাশ এবং ২,০০০প্যাকেট শুকনো খাবারের বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

৭) **গাইবান্ধাঃ** অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৫টি উপজেলার ১৬ ইউনিয়নের ১৩৮টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। ৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি উঠার কারণে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৭৮ কিঃমিঃ বাঁধের ৮টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ। সেনা বাহিনী ও পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্মিলিতভাবে বাঁধ মেরামতের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ১২টি মেডিকেল টিম কাজ করছে। নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

৮) **সিরাজগঞ্জঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, আজ যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ১২৮সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। আশংকা করা হচ্ছে যে, পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। এখন পর্যন্ত কোন উপজেলা থেকে কোন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি। জেলা প্রশাসন সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

৯) **জামালপুরঃ** জেলা প্রশাসক, জামালপুর জানান যে, অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৭ উপজেলা ও ৫ পৌরসভার ৫৫টি ইউনিয়নের ৫৫৪টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বর্তমানে যমুনা নদীর পানি বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদসীমার ১৩২ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে বন্যার পানি স্থিতিশীল আছে। বন্যার পানিতে ডুবে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ আছে।

১০) **বগুড়াঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের ৮৯টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বন্যাক্রান্ত এলাকার ২৬১০টি পরিবার বিভিন্ন বাঁধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। জেলা প্রশাসন সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

১১) **রাজবাড়ীঃ** জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, অতিবৃষ্টি ও উজানের পানির তোড়ে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ পয়েন্টে নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৫টি উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের ১২৭টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে । পরিস্থিতির প্রতি জেলা প্রশাসন সার্বিক নজর রাখছে।

১২) **মাদারীপুরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, মাদারীপুর জানান জেলার নদীর পানি এখনও বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয় নাই। তবে নদী ভাংগণ প্রবল আকার ধারণ করেছে।

১৩) **শরীয়তপুরঃ** জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয় যে, জেলার জাজিরা, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ উপজেলায় নদী ভাংগন দেখা দিয়েছে। তবে এখনও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

১৪) **ফরিদপুরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, পদ্মা নদীর পানি গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৩টি উপজেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে।

১৫) **নেত্রকোনাঃ** নদীর পানি বৃদ্ধি ও বৃষ্টির পানিতে জেলার ৫ উপজেলার ২৯টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বন্যায় বেশ কিছু ঘরবাড়ী ও ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পানি ক্রমশঃ কমতেছে ।

১৬) **বি-বাড়ীয়াঃ** অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৫টি ইউনিয়নের ৩৭টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বর্তমানে বন্যার পানি ক্রমশঃ কমতেছে ।

১৭) **সুনামগঞ্জঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, জেলার মোট ১১টি উপজেলা, ৫৩ টি ইউনিয়ন, ১৯১০০ পরিবার, ৯৩৭৫০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুনামগঞ্জ সদরে ১ জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এবং দুয়ারা বাজারে ১ জন পানিতে ডুবে মৃত্যু বরন করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা করে বিতরণ করা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে আশ্রয় কেন্দ্রে কোন লোক এখনো নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। বন্যার পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । তবে পানি কমতে শুরু করেছে।

১৮) **যশোরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টিজনিত কারণে ৩টি উপজেলার ২২টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। বন্যার পানিতে ৩জন লোক মৃত্যুবরণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২৫০০০/- (পচিঁশ হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়েছে । বর্তমানে পানি কমতেছে ।

১৯) **রাঙ্গামাটিঃ** জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টিজনিত কারণে ৩টি উপজেলার ২০টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে । বর্তমানে পানি কমতেছে ।

** **বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণ তৎপরতার বিবরণ পরিশিষ্ট ক ও খ তে দেখানো হলো।**

(জি এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব(এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ ত্রাণ/দুব্য/সিপিপি ও এনডিআরসিসি/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধসহ।
১০। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম সচিব (প্রশাঃ/ সেবা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/সমন্বয় ও সংসদ/ত্রাণ প্রশাসন/আইন সেল/দুব্যপ্রঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। উপ-সচিব (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রশাঃ/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধসহ।
১৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৭। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x**২৪**) খোলা আছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০**। Email: **ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com, হট লাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, মোবাইল নম্বরঃ** অতিরিক্ত সচিব (এনডিআরসিসি) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮।

পরিশিষ্ট 'ক'

আগষ্ট, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি বিবরণ

(জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

তারিখঃ ১৫.০৮.২০১৭ খ্রীঃ

ক্রঃ নং	ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	ক্ষতি উপ-জেলা	ক্ষতিঃ পৌর সভা	ক্ষতিঃ ইউনিয়ন	ক্ষতিঃ গ্রাম	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ীর সংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি (হেক্টরে)		মৃত লোক	মৃত হাঁস-মুরগী	ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান		ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা		ক্ষতি ব্রীজ/ কাল ভার্ট	ক্ষতিঃ বাঁধ কিমিঃ		বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	আশ্রিত লোক সংখ্যা
						সঃ	আং	সঃ	আং	সঃ	আং	সঃ	আং	সং		সঃ	আং	(স)	(আং)		সঃ	আং		
১	দিনাজপুর	১৩	৮	৭৮	৫৫৬	২৫৯১৮	৮৮৪৯১	১০৩৭১২	৩৫৩৯৬৪			১২১১৭০		২১									৩৮৪	১৭৩৭৯৬
২	নীলফামারী	৬	১	৫১		৩০১	৪১২৩৪	১২০৪	১৬৪৯৩৬				৩৮০৫০	৫							৫.	১৫	৩০	৪৪০০
৩	লালমনিরহাট	৫	২	৩৫			১০২৭৫০		৪১১০০০				২৫২৩৫	৫								৫০	৯৭	৮৯৫৬
৪	কুড়িগ্রাম	৯		৬২	৮২০		১০২৭৪৩		৪২১৫৮৪	২২০৭৫	৮০৬৬৮		৪২৩৫১	৮	৩		৪৩৮	১.	১৪০.৫	২৩			৪০৮	২৫০১৪
৫	ঠাকুরগাঁও	৫	৩	৪১	২০০		২৮৮০০		১১৫২০০	৫০০	২০০০		১৪৬৬০	১									৫১	২৩৩২৫
৬	পঞ্চগড়	৫	৩	৪৩			৪৫৩০৫		১৮১২২০				১২৫২										৫০	৭৫০০
৭	গাইবান্ধা	৬	১	৪২	২৬২		৬০৪১৭		২৫২১০৩		৩১৪৮৯		৫০৪০	২			৭৭		৯৫	১২		১	৯০	২০৩৫৩
৮	বগুড়া	৩		১৪	৮৯		২৫৯৮২		১০৩৯২৮				২৭৮০				৮২					৭১		১২৪০
৯	সিরাজগঞ্জ	৫	১	৫০	৩০৯		৫৬৯৫০		২৬৩২৭৫	২০৫	৮২২৫		৩১৬৫			৩	৭১	৩০	২৭	১২			১৫৬	৩০৮৩
১০	জামালপুর	৭	৫	৫৫	৫৫৪		১০৫৪৪১		৫৬৫৫০২	২১০	৯৫০৫		২০৯৬৮	১				০.৫	৬২২		১.৫	৭.০	২০	৪০০২
১১	সুনামগঞ্জ	১১		৫৩			১৯১০০		৯৩৭৫০				৫১০১	২										
১২	নেত্রকোনা	৫		২৯			৩১৪৭৩		১২১০২০		২৪৩৮		১০০১৫				২১৭		২১৮			২	৫	৫৫০
১৩	রাঙ্গামাটি	৩	১	২০		৫০	৭১৯৩		৩২০০০	৫০	১৮৬০		১২০০						২০					
১৪	বি-বাড়ীয়া	২		৫	৩৭		৮০০		৩৩২০				১১৩০											
১৫	চাঁদপুর		বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নাই। নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।																					
১৬	শরিয়তপুর		বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয় নাই। তবে নদী ভাংগন প্রবল আকার ধারণ করেছে।																					
১৭	মাদারীপুর		বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয় নাই। তবে নদী ভাংগন আছে।																				৪৭	
১৮	ফরিদপুর	৩		৯			১৭৬০		৮৮০০	৩০৫	২১৫													
১৯	রাজবাড়ী	৫	৩	১৪	১২৭		২১৭৫৫		৭৭৪৩২	৪০০	৪০০		১২৭০										১৪	
২০	গোপালগঞ্জ		বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নাই।																					
২১	যশোর	৩	২	২২			১২১৫৫		১১৮৩৩৪					৩									৪০	১০২৬০
	সর্বমোট	৯৬	৩০	৬২৩	২৯৫৪	২৬২৬৯	৭৫২৩৪৯	১০৪৯১৬	৩২৮৭৩৬৮	২৩৭৪৫	১৩৬৮০০	১২১১৭০	১৭২২১৭	৪৮	৩	৩	৮৮৫	৩২	১১২৩	৪৭	৭	১৪৬	১৩৯২	২৮২৪৭৯

পরিশিষ্ট 'খ'

আগষ্ট, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ

তারিখঃ ১৫.০৮.২০১৭ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	জিআর চাল (মেঃটন)			জিআর ক্যাশ			শুকনো খাবার (প্যাকেট)		
		মোট বরাদ্দ	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ	মোট বরাদ্দ	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ	বরাদ্দ	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ
১	দিনাজপুর	৪৯৫	৩০০	১৯৫	১৬০০০০০	১০৯০০০০	৫১০০০০	২০০০	১০০০	১০০০
২	নীলফামারী	৬২৫	৩১৬	৩০৯	১৯৫০০০০	১৩৫০০০০	৬০০০০০	৬০০০	৬০০০	
৩	লালমনিরহাট	৩০২	২৪২	৬০	১০১৫০০০	৮৭৫০০০	১৪০০০০	২০০০		২০০০
৪	কুড়িগ্রাম	৯০১	৬৫১	২৫০	২২৫৫০০০	১৭০৫০০০	৫৫০০০০	২০০০	২০০০	০
৫	ঠাকুরগাঁও	৩২৪	৪২	২৮২	৮২০০০০	১২০০০০	৭০০০০০	২০০০	২০০০	
৬	পঞ্চগড়	৩২৫	৬৭	২৫৮	১১৫০০০০	৫৪৫০০০	৬০৫০০০	২০০০		
৭	গাইবান্ধা	৯২৫	৯১১	১৪	৩৩০০০০০	৩২৫০০০০	৫০০০০	৪০০০	৪০০০	
৮	বগুড়া	২৬৫	১০০	১৬৫	৭৫৫০০০	২০০০০০	৫৫৫০০০	৮০০০	৬০০০	২০০০
৯	সিরাজগঞ্জ	৩৭৬	১৭০	২০৫	১২৪০০০০	৮২০০০০	৪২০০০০			
১০	জামালপুর	৩৩৮	১২৮	২১০	১৩৭৫০০০	২৫০০০০	১১২৫০০০			
১১	সুনামগঞ্জ	২৮৯	২২৩	৬৬	৩৯০০০০০	৩৯০০০০	৩১০০০০	২০০০	১৫০০	৫০০
১২	নেত্রকোনা	১৯৩	২৫	১৬৮	৩০০০০০	১৬০০০০	১৪০০০০			
১৩	রাঙ্গামাটি	২০০	৭২	১২৮	১৪০০০০০	৬৫০০০	১৩৩৫০০০	১০০০	১০০০	০
১৪	বি-বাড়ীয়া	১৩০	১৬	১১৪	৩৮০০০০	৩০০০০	৩৫০০০০			
১৫	শরিয়তপুর	১২৫	২৪	১০১	৩৫০০০০	১০৪০০০	২৪৬০০০			
১৬	মাদারীপুর	১০০	২৯	৭২	৩০০০০০	১৯৫০০০	১০৫০০০			
১৭	ফরিদপুর	২০০	১২	১৬৮	৪০০০০০	৯০০০০	৩১০০০০			
১৮	রাজবাড়ী	৩০০	১২৭	১৭৩	৬৫০০০০	২৬৮০০০	৩৮২০০০			
১৯	যশোর	২০০	১০১	৯৯	৭০০০০০	১৪৫০০০	৫৫৫০০০			
	মোট	৬৬১৩	৩৫৫৫	৩০৩৭	১৯৯৪০০০০	১১৬৫২০০০	৮৯৮৮০০০	৩১০০০	২৩৫০০	৫৫০০

(জি,এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব(এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪৫১১৫